بسم الله الرحمن الرحيم

জুমআর খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া আবশ্যক

মুসলমানদের কাছে ইসলামের যে সমস্ত দাবী বা চাওয়া রয়েছে তন্মধ্যে একটি হল, মুসলমান বলতেই আরবী ভাষার সাথে তার কিছু পরিচিতি থাকুক। কেননা, আরবী ভাষাতেই মুসলমানদের বিধান 'আল-কুরআন'। আরবী ভাষাতেই তাদের নবীর সমস্ত বাণী 'আল-হাদীস'। জ্ঞান ভান্ডারের এই প্রধান দুই উৎসই আরবী ভাষায়। তাই তো আরবী ভাষার জ্ঞান মুসলমানদের জন্য ফরজে কেফায়া। আর সবাই যেন কিছু না কিছু এই ভাষার সাথে পরিচিত থাকে তাও ইসলামের একটি চাওয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেই হয়ত যে সমস্ত জিনিষের মাঝে মুসলমানদের আমলের ধারাবাহিকতা আরবী ভাষায় চলে আসছে তার মাঝে একটি হচ্ছে- আরবীতে জুমআর নামাযের খুতবা দেওয়া। সাহাবা, তাবেঈন, তাবয়ে তাবিঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন কেহই খুতবার বেলায় আরবী ভাষার স্থলে অন্য ভাষার প্রয়োগ করেন নাই। মানুষ কিভাবে আল্লাহর পথে আসে এ চিন্তায় দিন-রাত নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও, মানুষদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকার পরও খুতবা অন্য ভাষায় দিয়ে তাদেরকে বুঝানোর চিন্তা করেন নাই। বরং তাদের চিন্তা ছিল মানুষ আরবী শিখে খুতবা বুঝতে চেষ্টা করবে; কিন্তু হুজুর সা. থেকে পেয়ে আসা আমলের মাঝে পরিবর্তন করা যাবে না। দ্বীনের প্রতি যার দরদ রয়েছে, তার জন্য অবশ্যই তা সহজ ব্যাপার। আর যার দ্বীনের প্রতি কোন দরদ নেই, তার জন্য এতবড় মহৎ উদ্দেশ্যকে বলি দিয়ে খুতবার মাঝে পরিবর্তন আনা যায় না।

অত্যন্ত দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, আজকাল ইংরেজরা "العولمة" অর্থাৎ Globalization (বিশ্বায়ন) নামে সারা পৃথিবী ব্যাপী তাদের ইংরেজী ভাষাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজী ভাষার সাথে কিছুটা হলেও পরিচিত নয় সামান্যতম শিক্ষিত হলেও এমন মানুষ বর্তমান পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সবাই ইংরেজী ভাষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইংরেজরা তাদের এ উদ্দেশ্যে প্রায় পুরাপুরি সফলতা লাভ করেছে। ইংরেজী দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশের অফিস আদালতে ইংরেজী ভাষারই প্রভাব। অফিস-আদালতে আজ অন্য ভাষা তথা নিজের দেশীয় ভাষার স্থান নেই বললেই চলে। কিন্তু এতে কারো মাথা ব্যথা নেই যে, এসব ইংরেজী ভাষায় কেন? আমাদের নিজ ভাষায় হলে তো আমরা তা সহজেই বুঝতাম। বরং এক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, মুসলমানরা আজ ইসলাম ও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি এতই উদাসীন যে, নিজের প্রধান ভাষা, নিজের সংস্কৃতি ধরে রাখতে রাজী নয়। তাই সামান্য হলেও আরবী ভাষা শিক্ষা লাভের পরিবর্তে খুতবা কেন নিজ নিজ ভাষায় নয় এ নিয়েই অনেকের মাথা ব্যথা। আসলে ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে একটু ভাবলেই এসকল প্রশ্ন দূর হয়ে যাবে। যাই হোক এবার আমরা আমাদের মাসআলার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় আসি।

খুতবা আরবী ভাষাতেই হওয়া জরুরী

আমরা জানি শরীয়তের দলীল মোট চারটি ঃ কোরআন, হাদীস, ইজমা, ও ক্বিয়াস। শেষোক্ত দু'টি কোরআন হাদীস থেকেই নির্গত। অর্থাৎ এ দু'টির উৎস হল কোরআন এবং হাদীস। দলীল হিসাবে এ চারটি সবার কাছে স্বীকৃত। আর হুজুর পাক সা. থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত জুমআর খুতবা আরবী ভাষাতেই দেওয়ার আমল সর্বযুগের আলেমদের মাঝে চলে আসছে। এতে করে উম্মতের "تعامل" তথা সর্বসম্মতিক্রমে যে আমল ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে তা এই মাসআলার উপর 'ইজমা' অর্থাৎ ঐক্যের একটি দলীল। হুজুর পাক সা. থেকে যদিও এ ব্যাপারে অর্থাৎ খুতবা আরবীতে হতে হবে এমন অর্থবোধক কোন হাদীস পাওয়া যায় না তবুও হুজুর সা. এর আমলের মাধ্যমে একথার প্রমাণ বিদ্যমান যে, খুতবা আরবী ভাষাতেই হতে হবে। এখানে যদিও বলা যায় যে, হুজুর সা. আরবী ছিলেন তাই আরবীতে জুমআর খুতবা দিয়েছেন, সুতরাং এর দ্বারা আমাদেরকেও যে আরবীতে দিতে হবে তা প্রমাণ হয় না; কিন্তু একটি চিন্তার বিষয় যে, হুজুর পাক সা. যাদের

সামনে জুমার খুতবা দিয়েছেন তারা সবসময় সবাই যে আরবী ছিলেন তা নয়, বরং অন্য ভাষারও যথেষ্ট মানুষ হুজুরের জুমআর খুতবায় উপস্থিত থাকতেন। খুতবার উদ্দেশ্য যদি একমাত্র উপদেশ থাকত বা তা সবার জন্য বুঝা দরকার হত তবে প্রয়োজন ছিল দু'ভাষীর মাধ্যমে তার অনুবাদ করিয়ে দেওয়া, যেমনটি হুজুর পাক সা. ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর বেলায় অবলম্বন করেছেন। কিন্তু হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে আমাদের জানামত এর কোন প্রমাণ নেই যে, হুজুর সা. জীবনে একবারও শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে জুমআর খুতবার অনুবাদ করিয়েছেন।

এর চেয়ে স্পষ্ট দলীল এই যে, হুজুরের সময়েই সাহাবাদের বিভিন্ন দল ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের দাওয়াতের সূচনালগ্নে হুজুর সা. তাদেরকে বিভিন্ন আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অনারব এলাকায় গিয়ে সে দেশের ভাষা জানা থাকলে জুমআর খুতবা সে অঞ্চলের ভাষায় দেওয়া, না জানা থাকলে তার অনুবাদ করিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার কোন আদেশ হুজুর সা. দেননি। অথচ ইসলামের সূচনালগ্নে তার যে কি প্রয়োজন ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর শরীয়তের একটি মূলনীতি হচ্ছেঃ

"السكوت في موضع الحاجة بيان"

"প্রয়োজনের সময় না বলা বলার মতই।"

যার মর্ম এই যে, ইসলামের দাওয়াতের সুচনালগ্নে মানুষের কাছে দাওয়াত, ইসলামের হুকুম আহকাম পৌছানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য দাওয়াত ও নছীহতের মত জুমআর খুতবাও সে অঞ্চলের ভাষায় দেওয়া বা তার অনুবাদ করানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হুজুর সা. এমন কোন আদেশ না দেওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, খুতবা আরবী ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষায় দিলে চলবে না।

হুজুর সা. এর পরে সাহাবাদের আমল

হুজুরে পাক সা. এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম রা. ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে পৌছে গেছেন। ইসলাম প্রচারে তারা মগ্ন ছিলেন। কিন্তু কোন সাহাবাই সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জুমআর খুতবা আরবীতে না দিয়ে সে অঞ্চলের ভাষায় দিয়েছেন বলে ইতিহাসের পাতায় এর কোন নজীর আছে বলে আমাদের জানা নেই। এতে একথা পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, খুতবা আরবীতেই হতে হবে। এখানে এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক হবে না যে, সাহাবারা হয়ত সে অঞ্চলের ভাষা জানতেন না বিধায় তারা আরবীতেই খুতবা প্রদান করেছেন; কেননা অনেক সাহাবী এমন ছিলেন যারা ফারসী, রুমী, হাবশী ভাষা ভাল করে জানতেন এবং সে ভাষায় অনর্গল সুন্দর বক্তব্য দিতে পারতেন। হযরত জায়েদ বিন ছাবেত রা.-এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি অনেক ভাষা জানতেন। হযরত সালমান রা. তো পারস্যের আধিবাসী। ফার্সি তার মাতৃভাষা। বেলাল রা. হাবশা ও সুহাইব রা. রুমের অধিবাসী ছিলেন। এভাবে আরো অনেক সাহাবা যাদের মাতৃভাষা আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ছিল। ইসলামের প্রথম যুগে হুকুম-আহকাম পৌছানোর অতীব প্রয়োজনীয়তা সত্বেও তাদের কেহ খুতবায় আরবী ছাড়া অন্যভাষা ব্যবহার করেন নাই। তা ছাড়া জুমআর খুতবা সবার বুঝাই যদি প্রধান উদ্দেশ্য হত তবে খুতবা আরবী ভাষায় দিলেও প্রয়োজন ছিল দু'ভাষীর মাধ্যমে তার অনুবাদ করানো। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সাহাবাদের এমন ঘটনারও কোন নজীর নেই। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তার রচিত কিতাব "মুয়াত্তা মালিক রহ."-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মুসাফফায়" লিখেন :

"وچوں خطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء وهلم جرا ملاحظہ کردیم تنقیح آں وجود چند چیز ست حمد...... وعربی بودن خطبہ، اما حمد زیراکہ...... وعربی بودن خطبہ نیز بجہت عمل ستمر مسلمین در مشارق ومغارب باوجود آنکہ در بسیارے از اقالیم مخاطباں عجمی بودند" (مصفی: ۱/۱۵۴)۔

"এবং যখন আমরা হুজুর সা. এর খুতবা এবং খলিফাগণের খুতবা এবং এ পর্যন্ত সবার খুতবার প্রতি লক্ষ্য করব তার সার কয়েকটি জিনিষ পাওয়া যাবে। হামদ তথা আল্লাহর প্রশংসা ...... এবং খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া। হামদ এ জন্য যে, ... এবং খুতবাও আরবীতে হওয়া এজন্য যে, তা

পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তের তথা সারা বিশ্বের মুসলমানের ধারাবাহিক আমল। অথচ অনেক দেশে শ্রোতা অনারব ছিল। (মুসাফ্‌ফাঃ ১/১৫৪)।

খুতবার উদ্দেশ্য

খুতবা নিজ নিজ ভাষার স্থলে আরবীতে কেন? প্রশ্নের সবচেয়ে বড় কারণ বা যুক্তিটি হল, খুতবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না থাকা। সাধারণত অন্যান্য খুতবা তথা ওয়াজের মত জুমআর খুতবারও প্রধান উদ্দেশ্য নছিহত বা তা'লীম, তাবলীগ ইত্যাদি মনে করা হয়। যার দরুন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেননা, খুতবা সবখানে আরবী ভাষায় হলে খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। অথচ খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য তা নয়। আমরা মনে করি খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য সেটাই যেটাকে আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা খুতবাকে জিকর বলে আখ্যা দিয়েছেন। কোরআন পাকে আল্লাহ বলেন ঃ

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم (سورة الجمعة: ٩).

"(হে মুমিনগণ, যখন জুমআর দিনের আযান হয়) তখন তোমরা আল্লাহ পাকের জিক্‌রের দিকে দ্রুতবেগে ছুঁটে যাও, এবং বেচা-কেনা ত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণ কর।"

(সুরা জুমআ'হ:৯)।

হাদীসেও হুজুর সা. জুমআর খুতবাকে জিকর বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করেন। হাদীসের শেষাংশ নিম্নরূপ ঃ

"فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"

"অত:পর যখন ইমাম (খুতবার জন্য) বের হন, ফেরেশতাগণ জিকর শুনতে উপস্থিত হন। আয়াতের অংশ" "ذلكم خير لكم" এর ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর রহ. লিখেন-

"اى تركم البيع واقبالكم الى ذكر الله" (تفسير ابن كثير: ٣٦٨/٤).

"অর্থাৎ (জুমআর আযানের পর) বেচা-কেনা ছেড়ে দেওয়া এবং আল্লাহর জিক্‌রের দিকে আগমন করা" তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (ইবনে কাসীর: ৪/৩৬৮)

কুরআন করীমের আয়াত, হাদীস ও আয়াতের ব্যাখ্যা যা মুফাস্‌সিরীনে কেরাম লিখেছেন সব কিছুর মাধ্যমে একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, জুমআর খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য হল আল্লাহর জিকির। যদিও তার মাঝে নসীহত (উপদেশ) বা কোন হুকুমের বর্ণনা বিদ্যমান থাকতে পারে। যেমন নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওতের উদ্দেশ্য নসীহত বা ওয়াজ নয়, যদিও তার মাঝে এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন, হাদীস ও তাফসীর দ্বারা যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, জুমআর খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য হল আল্লাহর জিকির। সুতরাং খুতবা নিজ নিজ ভাষায় না হয়ে শুধুমাত্র আরবীতেই কেন? এমন প্রশ্ন উত্থাপন করার আর কোন সুযোগ নেই।

খুতবার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

জুমআর খুতবার আরো যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, জুমআর খুতবা ওয়াজের মত নয়। বরং তার হুকুম সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণত ওয়াজের বেলায় এসব হুকুম প্রযোজ্য হয় না। যেমন:

(ক) খুতবার নির্দিষ্ট সময়ে তা দিতে হবে। যেমন, কেউ যদি দ্বি-প্রহরের পূর্বে জুমআর খুতবা দিয়ে দেয় তবে তার খুতবা আদায় হবে না। অথচ, ওয়াজের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

(খ) খুতবায় আল্লাহর জিকর থাকতে হবে। জিকরুল্লাহ তথা আল্লাহর নামের স্মরণ খুতবার মাঝে না করে যে কোন উপদেশ বা নছিহত করে দিলেই তা খুতবা বলে গণ্য হবে না।

(গ) পবিত্র থাকা।

(ঘ) দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া।

(ঙ) শ্রোতামুখি হয়ে দাঁড়ানো।

(চ) শুরুতে মনে মনে "أعوذ بالله" পড়া।

(ছ) আল্লাহর হামদ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করা।

(জ) উভয় শাহাদত পাঠ করা।

(ঝ) হুজুর সা. এর উপর দুরূদ পাঠ করা।

(ঞ) নসিহত বা উপদেশ থাকা।

(ট) কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত সম্বলিত হওয়া।

(ঠ) উভয় খুতবার মধ্যখানে বসা।

(ড) দ্বিতীয় খুতবায় হামদের পুনরাবৃত্তি করা।

(ঢ) দ্বিতীয় খুতবায় মুমিন নর-নারীর জন্য বেশি করে দোয়া করা।

(ন) খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া। (বাহরুর রায়িক্ব: ২/১৫৯, সংক্ষিপ্ত)।

প্রথম দু'টি ফরজ এবং বাকিগুলো সুন্নাত। খুতবা ব্যতীত অন্যান্য ওয়াজের বেলায় এর অধিকাংশই সুন্নাত নয়। আর হলেও খুতবার মাঝে এসবের যে পর্যায়ের গুরুত্ব, অন্যান্য ওয়াজের বেলায় তা নয়। ফুক্বাহায়ে কেরাম ইজতেহাদ করে হুজুর সা. ও সাহাবাদের আমলের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিপাত করে এসব আহকামের উদঘাটন করেছেন। ফেক্বাহর সব মাজহাবের কিতাবাদিতেই এ সব বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া খুতবা দানকারী অর্থাৎ খতীব ও শ্রোতাদের জন্যও জুমআর খুতবার বেলায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যা অন্যান্য ওয়াজের বেলায় নয়। হুজুর ও সাহাবাদের আমলের মাধ্যমে যেভাবে খুতবার মাঝে এসব বৈশিষ্ট্যের সংযোজন হয়েছে, তেমনিভাবে অন্যান্য ওয়াজের ব্যতিক্রম হয়ে জুমআর খুতবার মাঝে আরবী হওয়ার বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। তাই জুমআর খুতবা আরবী মানা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

জুমআর খুতবা আরবী হওয়ার বেলায় মুজতাহিদগণের মতামত

শাফেয়ী মাজহাব

শাফেয়ী মাজহাবে জুমআর খুতবা আরবী হওয়া শর্ত। যেমন, শাফেয়ী মাজহাবের কিতাব "নেহায়াতুল মুহতাজে" লিখেন ঃ

"ويشترط كونها) اى الخطبة ...... (عربية) لاتباع السلف والخلف، ولأنها ذكر مفروض فاشترط فيه ذالك، كتكبيرة الإحرام" (نهاية المحتاج: ٢/٣١٧).

"এবং তা অর্থাৎ, খুতবা ...... আরবীতে হওয়া শর্ত সালাফ এবং খালাফ (পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকল) এর অনুকরণের দরুন। এবং যেহেতু এটি একটি ফরজ জিকর, তাই তার মাঝে আরবী শর্ত করা হয়েছে। যেমন, "তাকবীরে তাহরীমার মাঝে আরবী শর্ত রয়েছে। (নেহায়াতুল মুহতাজ: ২/৩১৭)।

মালেকী মাজহাব

মালেকী মাজহাবেও খুতবা আরবীতে হওয়া শর্ত। মালেকী মাজহাবের কিতাব "আশ-শররুহুস্সগীরে" রয়েছে ঃ

"وبقى شرطان: ان يجهر بهما، وان يكون بالعربية ولولأعجميين" (الشرح الصغير: ١/٤٩٩).

"অপর দু'টি শর্ত হচ্ছে- উভয় খুতবা উচ্চস্বরে দিতে হবে, এবং উভয় খুতবা আরবী হতে হবে। যদিও শ্রোতাগণ অনারব হন।" (আশশরহুস-সগীর:১/৪৯৯)

আর এর টীকায় লিখেন ঃ

"فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة لم يلزمهم الجمعة"

"যদি তাদের মাঝে এমন কেউ না থাকে, যে আরবীতে খুতবা দিতে পারে, তবে তাদের জন্য জুমআ পড়া জরুরী নয়।"

হাম্বলী মাজহাব

হাম্বলী মাজহাবে খুতবা আরবী হওয়া শর্ত। "আল-ফেক্বহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু" কিতাবে

এক এক করে সব মাজহাবের জুমআর বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। হাম্বলী মাজহাবের আলোচনায় লিখেন ঃ

"وقال الحنابلة":

"يشترط للجمعة. ...... وأن تكون بالعربية فلا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليها، كقراءة القرآن فإنها لاتجزئ بغير العربية". (الفقه الإسلامي وأدلته: ٢/٢٨٤)،

''জুমআর জন্য শর্ত .... এবং খুতবা আরবী হওয়া। সুতরাং আরবীর উপর সক্ষম হলে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দিলে তা সিদ্ধ হবে না। যেমন কোরআন আরবী ব্যতীত পড়লে শুদ্ধ হয়না। (২/২৮৭)।

হানাফী মাজহাব

হানাফী মাজহাবের বড় তিন ইমামের মাঝে শুধু ইমাম আবু হানিফার মতামত জুমআর খুতবার বেলায় জমহূরের বিপরীত পাওয়া যায়। অর্থাৎ শুধু মাত্র তিনিই এ রায় পোষণ করেন যে, খুতবা আরবী ছাড়া অন্য অর্থাৎ নিজ ভাষায় দিলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে হানাফী অপর দুই ইমাম তথা আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মদ রহ. এ ব্যাপারে জমহূরের সাথে রয়েছেন। অর্থাৎ, তাদের উভয় জনের নিকটই জুমআর খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া ওয়াজিব।

''আল-মাউসুআতুল ফেকহিয়্যাহ'' তে তাদের মতামত নিম্নরূপ নকল করা হয় ঃ

"ووافق الصاحبان الجمهور فى اشتراط كونها بالعربية الا للعاجز عنها" (الموسوعة الفقهية، وزارة الاوقاف والشؤن الاسلامية بكويت : ١٩/١٨٠).

''আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. খুতবা আরবী হওয়া শর্তের বেলায় জমহূরের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে আরবীর উপর অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া।'' (১৯/১৮০)।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সমস্ত আলেম-উলামা আরবী ভাষাতেই খুতবা প্রদানের উপর আমল করে আসছেন। সাহাবা, আইম্মায়ে কেরাম, ইলম ও জ্ঞানের ধারক বাহক সবাই দ্বীনের মর্ম আমাদের চেয়ে হাজারোধিক বেশি উপলব্দি করা সত্বেও সর্বদা মানুষের উপকারের চিন্তায় মগ্ন থাকা সত্বেও খুতবার মাঝে কোন পরিবর্তন তথা আরবী ছাড়া নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় দেওয়ার কোন চিন্তা করেন নাই। বরং প্রায় সবার কাছেই খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত। যা আমরা আলোচনায় পেয়ে এলাম। তাই জুমআর খুতবা যে আরবীতেই হতে হবে, চাই শ্রোতা অনারব হোক- এতে আর কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। আল্লাহ পাক সবাইকে সঠিক বুঝার তওফিক দিন। আমীন!!

মোস্তফা সোহেল হিলালী
ইফতা বিভাগ
জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম
দরগাহ শরীফ, সিলেট, বাংলাদেশ।
তারিখ ঃ ০৬-০৬-২০০৬ ঈসায়ী

আবুল কালাম যাকারিয়া
মুফতী জামেয়া কাসিমুল উলূম
দরগাহে হযরত শাহজালাল রহঃ সিলেট।